শিশুদের বাঙালিত্ববোধ

মুক্তি শরীফ

একুশের বইমেলা আমদের প্রাণের মেলা। আমি কবি কিংবা লেখক নই। এ জাতীয় কোন গুণই আমার মধ্যে নেই। তবুও ফেব্রুয়ারী মাস এলে আমিও অন্য অনেকের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠি মেলায় যাবার জন্য। একুশের বইমেলা আমাকে টানে, হয়ত এজন্য যে আমিও একজন তৃষ্ণার্ত পাঠক। প্রাণের গভীরে সঞ্জাত সেই তৃষ্ণা। এ বছর বইমেলায় যাবার সময় আমার ৮ বছরের ছেলে বললো, মা আমার জন্য কিছু বই কিনে এনো। মেলায় ঘুরে ঘুরে নিজের জন্য বেশ কিছু বই কিনলাম। এবার ছেলের জন্য কিছু কিনবো। ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে সুতরাং ওর জন্য ইংলিশ বইই কিনতে হবে। বাংলা বই কিনলে আমার জন্য একটা বাড়তি কাজ তৈরী হবে, ওকে পড়ে পড়ে শোনাতে হবে। ওর বাংলা ব্যাকরণ-জ্ঞান এখনো খুব সীমিত। মাত্রতো ক্লাস টু-তে পড়ে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েরা বাংলায় কাঁচা হবে এটাতো আমরা এক-রকম মেনেই নিয়েছি। বাংলায় কাঁচা হওয়ার পাশাপাশি ওরা যে বাঙালিত্বেও কাঁচা এটা আমি আজকাল খুব সুক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ছোটবেলায় এটা তেমন চোখে না পড়লেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কৈশোরকালে এটা বেশ ধরা পড়ে। এই বয়সে বাংলা ভাষাটাই শুধু না, বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালির আবেগ, বাঙালী কৃষ্টি, বাঙালির অর্জন, বাঙালির অহংকার, সর্বোপরি বাঙালিত্বের কিছুই যেন ওদের চোখে পড়ে না। ওদেরকে স্পর্শ করে না। কেন এমনটা হয়? এর উত্তরটা বোধ করি কম-বেশি আমরা সবাই জানি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পড়তেই বাঙালিত্বের সাথে ওদের দূরত্বটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। যেখানে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা ওরা প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যয় করে ইংরেজীপনা শিখতে, সেখানেতো বাঙালিত্ব লোপ পাবেই। মাঝে মাঝে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করি, এমনটি চলতে থাকলে একটা বড় রকমের জাতীয় সমস্যা তৈরী না হয়ে যায়। আর সেই সমস্যায় আমি নিজেও যে কন্ট্রিবিউট করছি। কিন্তু এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি? উপায় কি নেই? অবশ্যই আছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর সদিচ্ছা এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। ওদের শিক্ষা কারিকুলামে একটু পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন যা-ই বলিনা কেন, আনতে পারলে, এই সমস্যা থেকে কিছুটা উত্তরণ পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সচেতন বাবা মা যদি এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা থাকে না।

একবার আমার এক বন্ধু কিছুটা কটাক্ষের সুরে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছ কেন? এই প্রশ্নের পীঠে আমি ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া কি দোষের? ও বললো, না, মানে তোমদের দুজনেরই বাঙালিত্ববোধ খুব টনটনে কি-না। তোমার বরতো বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক আর তুমি শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তোমরা কি যুক্তিতে ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলে পাঠাও সেটা জানতে ইচ্ছে হল। আমি বললাম, ও খোঁচা মারছো বুঝি? ও বললো, না, খোঁচা হিসাবে নিও না। স্রেফ কৌতুহল আর কি। আমি বললাম, বুঝতে পারছি, তুমি ভাবছো আমরা ছেলেকে ইংরেজ বানাতে চাইছি। আপাতদৃষ্টিতে সবাই তাই মনে করে তোমার আর কি দোষ? এরকম ধারণা আমার মনেও ছিল। এ নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। সেসব তর্কের আবার অবসানও হয়েছে।

ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠিয়ে আমি মোটেও লজ্জিত, শঙ্কিত, দ্বিধান্বিত বা হতাশাগ্রস্ত নই। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যাবস্থার প্রেক্ষিতে ইংলিশ

মিডিয়াম স্কুলগুলোতেই শেখার উপযুক্ত পরিবেশ আছে। এটা আমাদের দূর্ভাগ্য যদিও, যে বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলোতে এই পরিবেশটা নেই। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিশুশিক্ষার সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই একটি যুক্তিই আমার জন্য যথেষ্ট বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠানোর জন্য। মেরে, পিটিয়ে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, পড়া মুখস্ত করে বেশি নম্বর পাওয়া আর শিক্ষকের যত্ন, ভালোবাসা ও মটিভেশনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আত্বস্ত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে আমি শেষটাকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত শিক্ষা পদ্ধতি বলে মনে করি। আর এজন্যই আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে বেছে নিয়েছি। এর পেছনে আর অন্য কোন কারণ নেই।

কথা হচ্ছিল একুশের বইমেলা নিয়ে। চ্যানেল আই একুশের বইমেলার ওপর সরাসরি একটই অনুষ্ঠান প্রচার করে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে। আর এটা চলে পুরো মেলার মাস ধরে। এরই একটি পর্বে মেলায় আসা ১০/১২ বছর বয়েসি একটি ছেলেকে উপস্থাপক পাকড়াও করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হল, একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে কি তুমি জান? এই দিনে কি হয়েছিল? ছেলেটি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল বলে মনে হল। এক পর্যায়ে সে সাহস করে বলে ফেললো, এই দিনে পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের খুব যুদ্ধ হয়েছিল। শিশুটির জানার মধ্যে যে ফাক রয়েছে এটা নিশ্চয়ই আমরা সবাই বুঝতে পারছি। উপস্থাপকও বেশ চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে বোঝাতে চাইলেন এই বিষয়টি। অনুমান থেকে বলছি না, পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ প্রজন্মের শিশুরা ভালভাবে জানে না মুক্তিযুদ্ধ কি? ভাষা আন্দোলন কি? আরো অনেক কিছুই ওদের অজানা। আমাদের জাতিসত্বা যে দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই প্রজন্মের কাছে তা প্রায় অজানা। শিশুদেরইবা কি দোষ? ওদেরকেতো জানাতে হবে। আমরা আসলে ওদের জানতে দেই না। শিশু বলে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইতিহাস বিকৃত করি। শিশুদের জানানোর ভার কি শুধু পরিবার আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? সম্ভবত নয়। আমি মনে করি যাদেরকে আমরা জাতির বিবেক বলে মানি, সেই লেখকদের এক্ষেত্রে রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা। আর সেজন্যই বইমেলায় হন্যে হয়ে খুঁজছি আমার সন্তানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বই। শিশুদের উপযোগী করে লেখা একটি সত্য, পক্ষপাতহীন, নির্মল ও পূর্ণাঙ্গ বই। যে বই পড়ে কোমলমতি শিশুদের হৃদয়ে জেগে উঠবে সত্যিকারের বাঙালিত্বোধ। আমি আমার শিশুপুত্রের অন্তরের অন্তস্থলে জাগিয়ে তুলতে চাই পূর্ণাঙ্গ ও সত্যিকারের বাঙালিত্ববোধ। যে বইটি আমি খুঁজছি সেটি অবশ্যই হতে হবে ইংরেজীতে কারণ ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, ইংরেজী ভাষায় পড়তেই ও এখনো পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দবোধ করে। কিন্তু একঘন্টা ধরে মেলার সবগুলো স্টল খুঁজেও ইংরেজী বইতো দূরের কথা শিশুদের উপযোগী কোন বাংলা বইও পেলাম না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, না হয় আমাকে পড়েই শোনাতে হবে, তবুও অন্তত একটা বাংলা বইই নিয়ে যাই। কিন্তু তা-ও না পেয়ে আমি ভীষণ হতাশ হলাম। আশ্চর্য, এক এক বছর মেলায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। দেড়-দুই হাজার বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে শিশুদের উপযোগী, ভূতের ছড়া নয়, বাঙালিত্ববোধের কথায় সমৃদ্ধ, একটি বইও নেই! শিশুদের কথা আমাদের এ সময়ের লেখকরা ভাবেন না, এটা ভেবে কষ্ট পেলাম খুব। লেখালেখির জায়গাটিতেও দেখলাম কেবলই ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আজকাল লেখকরাও ব্যাবসায়িক মূল্য বিবেচনা করে লেখালেখি করছেন। আমরা লেখকের দায়বদ্ধতার কথা বলি। আমাদের লেখকরাওতো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা হরহামেশাই বলছেন। কিন্তু কোথায় সেই দায়বদ্ধতা? কোমলমতি শিশুদের কাছে বাঙালীর গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার দায় কি কোন লেখক অনুভব করেন না? লেখকরাই এ প্রশ্নের ভালো উত্তর দিতে পারবেন। তাহলে লেখালেখিওকি আলু পটল বা সুদৃশ্য ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর মতো কেবলই পণ্য? তাহলে ‘লেখকের দায়বদ্ধতা’ বলে যে নীতিকথা আমরা হরহামেশা শুনি তার কি হবে? এটা কি তাহলে কেবল কথার কথা? ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে, ওদের মনে সংস্কৃতিবোধের জন্ম দিতে, বাঙালিত্ব চর্চা করা

শেখাতে লেখকদের কি কোনোই দায়বদ্ধতা নেই? আমি সেই না লেখা বইটির জন্য অপেক্ষা করে আছি, যেটি আমার সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারবো, এই বই তোমাকে বলে দেবে, তুমি কে?

লেখক: উন্নয়নকর্মী